২০০৭০

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, E-mail: info@bmeb.gov.bd, Fax: 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশা/২৩৩১৯১০৫০৫৩১/৬১৩৭ /চট্টগ্রাম-৩০৫ তারিখ: ২৩ .০৯.২০১৯খ্রি.

বিষয়:- অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলাধীন মাদ্রাসা ই আবু হুরাইরা (রা:) দাখিল মাদ্রাসার সুপার সভাপতি ছৈয়দ হোসেন সওদাগর এর বিরুদ্ধে একখানা অভিযোগ দাখিল করেছেন। অভিযোগ পর্যালোচনায় দেখা যায় মাদ্রাসার একজন ছাত্রের হাতে পরীক্ষার কেন্দ্রে দুটি প্রশ্নপত্র থাকায় সে এই বিষয়ে সদুত্তর দিতে না পারায় হল থেকে বহিষ্কার করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সভাপতি কর্তৃক সুপার মুহাম্মদ নোমানুর রহমান নুরীকে তিনি গত ০৪/০৫/২০০৯ খ্রি. তারিখে অপসারণ করার নোটিশ দেওয়া হয়। যা কোন বিধি মোতাবেক করা হয়নি মর্মে অভিযোগে উল্লেখ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে তার কোন অপরাধের জন্য পূর্বে তাকে কোন কারণ দর্শানো কিংবা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে অভিযোগকারী সুপার সাতকানিয়া সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে মামলা নং ৩০১/২০০৯ দায়ের করেন যা অধ্যাবদি নিষ্পত্তি হয়নি। বেসরকারী মাদ্রাসার শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী ১৯৭৯ এর প্রবিধান মালা ১২ ও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা প্রবিধান মালা ২০০৯ এর প্রবিধান ৪১(২)(ঘ) মোতাবেক 'শিক্ষক ও কর্মচারীদের অপসারণ ও বরখাস্তের বিষয়ে বোর্ডের পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতিত আরোপ করা যাইবে না' মর্মে বিধান আছে। কিন্তু সুপার মুহাম্মদ নোমানুর রহমান নুরীর ক্ষেত্রে উক্ত বিধান অনুসরণ করা হয়নি (কপি সংযুক্ত)।

বর্ণিত অবস্থায় অভিযোগকারীর অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক সার্বিক বিষয়ে মতামতসহ প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণ করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক....১...... পাতা

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

২২.০৯.১৯

(মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোন: ৯৬১২৮৫৮

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

নং-বামাশিবো/প্রশা/২৩৩১৯১০৫০৫৩১/ /চট্টগ্রাম-৩০৫ তারিখ: .০৯.২০১৯খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম;
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, চট্টগ্রাম;
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, গোমস্তাপুর, চট্টগ্রাম;
৪. সুপার, সাতকানিয়া উপজেলাধীন মাদ্রাসা ই আবু হুরাইরা (রা:) দাখিল মাদ্রাসা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম;
৫. সভাপতি, সাতকানিয়া উপজেলাধীন মাদ্রাসা ই আবু হুরাইরা (রা:) দাখিল মাদ্রাসা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম;
৬. চেয়ারম্যান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (মহোদয়ের অবগতির জন্য);
৭. পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৮. অফিস কপি।

(মোঃ ওমর ফারুক)
উপ রেজিষ্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোন: ৯৬৭৪৮৭৪

বরাবর

রেজিষ্ট্রার মহোদয়
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড,
বখশি বাজার, ঢাকা।

বিষয় ঃ মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি কর্তৃক অজানা কারণে বিধি বহির্ভূত ও বেআইনি ভাবে প্রেরিত বহিস্কার নোটিশ প্রত্যাহার পূর্বক আমার চাকরিটা ফিরে পাওয়ার জন্য আবেদন।

জনাব,

যথাবিহিত সম্মান পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী মৌলনা নোমানুর রহমান নূরী বর্তমান অত্র মাদ্রাসার সুপার হই। বিগত ২০০১ ইং হতে অদ্যবদি নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে অত্র মাদ্রাসার সুপারের দায়িত্ব পালন করে আসছি। বিগত ৮ বছরের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে মাদ্রাসা দাযিত্ব পালন সংক্রান্ত কোন অভিযোগ নেই। তাছাড়া আমি একজন আইন মান্য কারী ও রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি। মাদ্রাসা কমিটির হাতেতুলা সামান্য বেতনে মাদ্রাসার খেদমত করে আসছি। তাছাড়া পাঠদানে অনুমতি থেকে একাডেমিক স্বীকৃতি পর্যন্ত মাদ্রাসায় সার্বিক উন্নয়নে এবং লেখা-পড়ার উৎকর্ষতার জন্য যা কিছু করতে হয় সব করে আসছি। সামনে ইশাআল্লাহ সরকারী বেতন ভাতা এম.পি.ও ভূক্তির সময় ঘনিয়ে আসছে, যার জন্য আমি আপ্রাপন চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুদিন ধরে পরিচালনা কমিটির কিছু সদস্য কি কারনে জানিনা তারা আমার প্রতি হিংসামূলক আচরণ করে আসছেন এবং কথায় কথায় বিভিন্ন হুমকি ও অমার্জিত ব্যবহার করে আসছেন যা আমার কাম্য ছিলনা। মাদ্রাসার একটি ছাত্রকে কেন্দ্র করে তুচ্ছ ঘটনাকে তিলকে তাল বানাইয়া আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন। উল্লেখ্য যে, ১২/০৪/২০০৯ইং রোজ রবিবার ইংরেজী পরীক্ষা চলাকালীন সময় আমি একজন সুপার হিসাবে হলে তদারক করার জন্য গেলে অষ্টম শ্রেণীর একজন ছাত্রের হাতে ২টি প্রশ্ন পায়। উক্ত ছাত্রের হাতে ২টি প্রশ্ন পাওয়ায় আমি তাকে চার্জ করি। এক পর্যায়ে আমি উক্ত ছাত্রকে সেদিনকার পরীক্ষার হল হতে বহিস্কার করি। তখন কমিটির একজন হিংসা পরায়ন ব্যক্তি উক্ত ঘটনা স্থানে উপস্থিত হয়ে আমি সুপার হিসাবে আমাকে অহেতুক ভাবে উক্ত ঘটনার জন্য দায়ী করেন। অথচ আসল ঘটনাটা হল, সেদিন পরীক্ষা হলে কর্তব্যরত প্রশ্ন বিলি কারী কোন শিক্ষকের হাত হতে ভূলে ঐ ছাত্রের হাতে ২টি প্রশ্ন চলে যায়। কিন্তু পরীক্ষা আধ ঘন্টা চলার পর আমার চোখে এই ঘটনাটি ধরা পড়ে। কিন্তু ঐ হিংসা পরায়ন কয়েকজন ব্যক্তি (উল্টো) ঘুরে কৌতয়াল বন্ধার) মত করে সম্পূর্ণ ঘটনাটিকে উক্ত ছাত্রকে আমার বিরুদ্ধে সাজাইয়া লেলিয়ে দেয় এবং আমার বিরুদ্ধে তৎ হইতে ষড়যন্ত্র করে আসছে এক পর্যায়ে দেখলাম যে, গত ০৪/০৫/০৯ইং সোমবার হঠাৎ মাদ্রাসার দপ্তরির মাধ্যমে সাতকানিয়া বাজারে মুদির দোকানে আমি বাজার করার সময় কমিটির সহ-সভাপতি স্বাক্ষর বিশিষ্ট একটি (আমাকে) বহিস্কার নোটিশ দেয়। যাতে তাদের আবেগ এবং প্রতি হিংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এতে তারা সম্পূর্ণ বিধি লংঘন করে। এই কাজটি করেছে অথচ একজন সুপারকে বা নিয়োগ প্রাপ্তি কোন শিক্ষক-কর্মচারীকে বহিস্কার করতে হলে পর্যায়ক্রমে কারন দর্শানোর নোটিশ প্রদান করতে হয়। অথচ তারা আমাকে বহিস্কার করেছে আমি কিছুই জানিনা। তাছাড়া একজন শিক্ষককে বহিস্কার করতে হলে সভাপতির অনুমোতি নিতে হয়। আমার জানামতে তাও তারা করেনি। আর এই সামান্য একটি তুচ্ছ এবং বানোয়াটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে একজন শিক্ষককে কিভাবে বহিস্কার করতে পারে? তাছাড়া আমি যখন গতকাল ০৫/০৫/২০০৯ইং মাদ্রাসায় যথা সময়ে ক্লাস করতে যায় তারা আমাকে মাদ্রাসা থেকে চলে যাওয়ার জন্য হুমকি দেয় এবং নোটিশ বোর্ডে আমার বিরুদ্ধে নোটিশ টাঙ্গিয়ে দেয়। এমনকি বিভিন্ন ভাবে হুমকি দিয়ে মাদ্রাসার চাবি গুলো কেড়ে নেয়; যা অত্যান্ত নির্মমতার পরিচয়। তখন আমি নিরুপায় হয়ে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নিম্ন আদালতে ইহার প্রতিকার চেয়ে এবং আমার চাকুরিটা ফিরে পাওয়ার জন্য মামলা দায়ের করি মামলা নং- ৩০১/2009 দুরভূগ্য যে অধ্যবধি কোন অজানা কারণে আমি অসহায় সুপারের এই মামলা নিস্পত্তি হয় নি। তাই অন্য কোন সুরাহার পদ না দেখে অদ্য আপনার আপিল এন্ড আরপিটাশন বোর্ডের স্বরণাপন্ন হলাম। তাই মহোদয় আমি অসহায় গরিব শিক্ষকের প্রতি সুহৃদয় প্রদর্শন পূর্বক আমার চাকুরিটা ফিরিয়ে দিতে মহোদয়ের সুমর্জি কামনা করছি।

অতএব মহোদয় আমার উল্লেখিত তথ্যাদির প্রতি সু- নজর পূর্বক চকুরিটা ফিরিয়ে দিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক
আপনারই বিশ্বস্ত

(নোমানুর রহমান নূরি)
সুপার মাদ্রাসা ই আবু হুরাইরা (রাঃ) দাখিল।